② চিত্তভূমি কাকে বলে? যোগমতে চিত্তভূমি কয়প্রকার ও কি কি — আলোচনা কর :→

উঃ→ যোগ বলতে যোগদর্শনে বোঝানো হয়েছে - যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ — অর্থাৎ যোগ বলতে চিত্তবৃত্তি নিরোধকে বোঝানো হয়েছে। প্রকৃতির পরিণাম চিত্ত (অর্থাৎ মন, বুদ্ধি ও অহংকার) — সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সমন্বয়ে গঠিত। এই তিনগুণের তারতম্য অনুসারে চিত্তের স্বভাব হয়, চিত্তের এই এক একটি স্তরকে যোগদর্শনে 'চিত্তভূমি' বলা হয়েছে। যোগমতে চিত্তের স্বরূপ ও স্বাভাবিক অবস্থাই হল চিত্তভূমি (চিত্তস্য অবস্থাবিশেষঃ)। চিত্তের এই স্বাভাবিক অবস্থা বা আন্তরের বলা যায় গুণসমূহের তারতম্য অনুসারে চিত্তের পাঁচপ্রকার ভূমি বা স্তর হল, যথা — (১) ক্ষিপ্ত, (২) মূঢ়, (৩) বিক্ষিপ্ত, ④ একাগ্র ও ⑤ নিরুদ্ধ।

(১) ক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত :→ যে ভূমিতে চিত্ত স্বভাবতই অত্যন্ত অস্থির, তাকেই ক্ষিপ্ত বলা হয়। এই চিত্তভূমিতে রজঃ ও তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, এই অবস্থায় চিত্ত অতি চঞ্চল হওয়ায় বিষয়েই স্থিরভাবে থাকতে পারে না — এক বিষয় থেকে অন্য বিষয়ে ধাবিত হয়, চিত্তের এই অবস্থায় রজই বলবান হয়, সাধারণ মানুষ বা ভক্তদের উন্মত্তের মত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে বিচরণ করে। এই স্তরে, যেহেতু ক্ষিপ্ত চঞ্চল অসুরের ন্যায় ও চিত্ত স্থির হতে পারে না বলে যোগ-সমাধির পক্ষে ক্ষিপ্তভূমি সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। ক্ষিপ্তভূমিক চিত্তের পক্ষে তত্ত্বচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও পুরুষাদির চিন্তা প্রয়োগেরই সম্ভব নয়। দৈত্যদানবাদি সংসারী জীবের চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক; যোগ সাধনার অনুপযোগী।

(২) মূঢ়ভূমিক চিত্ত :→ চিত্তের যে অবস্থায় তমোগুণের প্রাধান্য থাকে, সেই অবস্থাকে বলে 'মূঢ়তা' বা 'মূঢ়ভূমিক চিত্ত', তমোগুণের প্রাধান্যহেতু চিত্ত নিদ্রা ও মোহাচ্ছন্ন থাকে (যেমন তন্দ্রা ও আলস্য) ও অধর্মের প্রতি আসক্ত হয়। এই স্তরে চিত্ত বুদ্ধিভ্রষ্ট কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে (নিদ্রা মগ্ন হয়- তত্ত্বচিন্তা অর্থাৎ ঈশ্বর, প্রকৃতি ও পুরুষাদির চিন্তা যোগসাধনাতেই সক্ষম হতে পারে না। ক্ষিপ্ত অবস্থার ন্যায়

Scanned with CamScanner

দুই অবস্থাতে সমাধিযোগের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। সেইজন্য অধিকাংশের চিত্ত ক্ষিপ্তভূমিক অথবা মূঢ়ভূমিক।

(৩) বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত :→

চিত্তের যে অবস্থায় তমোগুণের প্রভাব প্রায় থাকে না কিন্তু রজোগুণের প্রাধান্য থাকে, চিত্তের সেই অবস্থাকে বলে "বিক্ষিপ্তাবস্থা" বা "বিক্ষিপ্তভূমিক" চিত্ত। তমোগুণের প্রভাব না থাকায় চিত্ত কোনো বিষয়ে স্থির হতে পারলেও রজোগুণের প্রাধান্যবশতঃ তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ফলস্বরূপই চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হয়। এই চিত্ত কখনও স্থির, কখনো আবার অস্থির। বিক্ষিপ্তভূমিক চিত্ত কখনো কখনো ক্ষণকালের জন্য সমাহিত হতে পারলেও, সমাহিত অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। ক্ষিপ্ত ও মূঢ় স্তর অপেক্ষা বিক্ষিপ্ত স্তর কিছুটা উন্নত হলেও তা সমাধিযোগের অনুকূল নয়। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত — এই তিন অবস্থায় সমাধি সম্ভব নয়।

(৪) একাগ্রভূমিক চিত্ত :→

একাগ্র অবস্থায় চিত্ত তমঃ ও রজঃ গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সত্ত্বগুণের পরিপূর্ণ প্রকাশ লাভ করে থাকে। রজঃ ও তমোগুণের প্রভাব দূরীভূত হওয়ায় এই চিত্ত প্রশান্ত ও নিশ্চলভাবে একটিমাত্র বস্তুবিষয় বা ধ্যানবস্তুর বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে। এক্ষেত্রে অর্থাৎ এই সময় চিত্তের আশ্রয় বা অবলম্বন থাকে এক; কিন্তু এই স্তরেও চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ হয় না — বিষয়ের সান্নিধ্যে থাকায় চিত্তে বিষয়াকার বৃত্তি থাকে। চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধ না হলেও এই স্তর সমাধির অনুকূল। বস্তুত এই অবস্থায় চিত্ত সমাহিত হয়। কারণ এই সমাধি মূল সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এইক্ষেত্রে সমাহিত যোগী তার ঈশ্বরের নিজ সত্তার বিশেষরূপে জ্ঞাত হন। একাগ্রভূমিক যোগীর চিত্তে আত্ম সত্তার, নিজ সত্তার এমনকি ঈশ্বরের সম্বন্ধেও কোনো অজ্ঞান থাকে না — ঈশ্বরের বিভূতি তাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। অতএব চিত্ত বিষয়াকার থাকায় এসময় চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হয় না।

(৫) **নিয়মতান্ত্রিক চিন্তা :→**

শিশুর বয়স যখন কৈশোরভূমির বয়স হল নিয়ম। এই অবস্থায় শিশুর সঠিকতার বুদ্ধির নিয়ম হয়। শিশুর এই অবস্থায় যেকোনো প্রকার বিচারের বুদ্ধি ঘটে না, চিন্তা সম্পর্কে বুদ্ধিহীনভাবে অবস্থান করে। তারা মননশীল এই চিন্তাশীলতা নিজ সম্পর্কে বিচারমূলক হয়ে আসে; সামাজিক ও সমকক্ষের অবস্থায় বিচার করে। নিয়মতান্ত্রিক শিশুর পূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক এই অবস্থায় [illegible] সম্পর্কে যুক্ত হওয়ায় সুযোগ বা অন্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক মূল্য অন্যান্যদের সাথে বা অন্যান্যদের সমান।